সঙ্গীত তত্ত্ব

প্রথম খণ্ড

।। শাস্ত্রীয় তথা ভাব সঙ্গীত প্রসঙ্গ ।।

য়াগ সঙ্গীত সমিতি (এলাহাবাদ) ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ বর্ষ। বঙ্গীয়
ঙ্গীত পরিষদ (কলিকাতা) ১ম, ২য়, ৩য় বর্ষ। প্রাচীন কলাকেন্দ্র
ণ্ডীগড়) ১ম, ২য়, ৩য় বর্ষ পর্য্যন্ত। ইহা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা
র্ষদ, ভাতখণ্ডে সঙ্গীত বিদ্যাপীঠ (লক্ষ্ণৌ), গান্ধর্ব সঙ্গীত বিদ্যালয়
ম্বাই), রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ও যে কোন সঙ্গীত
শ্ববিদ্যালয় তথা সঙ্গীত পরীক্ষার্থীদের কণ্ঠ, ভাব সঙ্গীত ও তন্ত্র
াদ্যের একান্ত সমৃদ্ধ পুস্তক।

দেবব্রত দত্ত, সঙ্গীত প্রভাকর (এলাহাবাদ)

প্রাক্তন সর্ব বিষয়ক পরীক্ষক ঃ সঙ্গীত প্রভাকর (এলাহাবাদ)

অধ্যক্ষ ঃ সঙ্গীত-চক্র (কলিকাতা)

-ঃ প্রধান পরিবেশক ঃ-

ব্রতী প্রকাশনী

"গানের ঘর"

"বিদ্যাসাগর টাওয়ার" (ত্রিতল)

১৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

ফোন ঃ ২২১৯-৯১০৩

অনুক্রমণিকা

পাঠ্যক্রম পৃঃ—৩২১-৩৩২

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ সঙ্গীতের ইতিবৃত্ত বা সৃষ্টিকথা—১। ভারতীয় সঙ্গীতের ক্রমবিবর্ত্তনের ইতিহাস (প্রাক্ বৈদিক যুগ, বৈদিক যুগ, বৈদিকোত্তর হইতে মধ্যযুগ পর্য্যন্ত, মধ্যযুগ, আধুনিক যুগ)—১-৯।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ যাবতীয় পরিভাষা এবং বিবিধ শাস্ত্রীয় আলোচনা ঃ —পরিভাষা, সঙ্গীত, ভারতীয় সঙ্গীতের দুইটি মুখ্য পদ্ধতি এবং পারস্পরিক আলোচনা—উত্তরী এবং দক্ষিণী সঙ্গীত পদ্ধতির সর্ব্বাঙ্গীণ আলোচনা— (ক) শ্রুতি, (খ) স্বর, (গ) ঠাট— উত্তরী ও দক্ষিণী পদ্ধতির যথাক্রমে ১০ এবং ৭২ ঠাটের বিবরণ, বর্গ অনুযায়ী দক্ষিণ ভারতীয় মেল সমূহের সঠিক অবস্থান ও সংখ্যা নিরূপণ, পণ্ডিত ব্যাঙ্কটমুখীর ৭২টি ঠাটের গাণিতিক চিত্র, (ঘ) রাগ—উভয় পদ্ধতির নাম এবং স্বরগত মিল-গরমিল। (ঙ) জাতি, (চ) তাল—কর্ণাটকী মতে হিন্দুস্থানী পদ্ধতির তাল লিখন তথা হিন্দুস্থানী মতে কর্ণাটকী পদ্ধতির তাল লিখন, একনজরে উত্তরী-দক্ষিণী সঙ্গীত পদ্ধতির তুলনা—৯-২৪। আন্দোলন (নিয়মিত, অনিয়মিত, স্থির, অস্থির), ধ্বনি এবং ইহার উৎপত্তি, শব্দ, কম্পন, নাদ (আহত-অনাহত), নাদের তিন প্রকার বৈশিষ্ট্য (নাদের জাতি, ছোট-বড় ও উচুঁ-নীচু হওয়া), সহায়ক নাদ, নাদস্থান, শ্রুতি, স্বর; নাদ, শ্রুতি এবং স্বরের মধ্যে পার্থক্য। সপ্তক (মন্দ্র, মধ্য, তার), ঠাট ও উহার স্বরূপ, জনক ঠাট, অধুনা প্রচলিত ঠাট পদ্ধতির দোষ গুণ—২৫-৩২। স্বর প্রস্তার, অলঙ্কার, কণ্ঠ তথা বাদন-শিল্পীর অলঙ্কার সাধনার প্রয়োজনীয়তা—৩২-৩৫। বর্ণ, সঙ্গীতে বর্ণের স্থান, আরোহী-অবরোহী বর্ণ, সঞ্চারী বর্ণ—৩৫-৩৭। বাদী স্বর এবং উহার প্রয়োজনীয়তা, বাদী স্বরকে রাগের রাজা বা প্রাণস্বর বলা হয় কেন, রাগে বাদী স্বরের মাহাত্ম্য, বাদী স্বরের ভিত্তিতে রাগের অঙ্গ নির্দ্ধারণ, পূর্ব্বাঙ্গ ও উত্তরাঙ্গ বাদী রাগ পরিবেশনের সময়, রাগরূপ বর্ণনায় বাদী স্বরের স্থান—৩৭-৪০। সমবাদী স্বর, অনুবাদী, বিবাদী, রাগের প্রকৃতি, পকড়, বর্জ্জস্বর, গ্রহ, অংশ, ন্যাস, অপন্যাস, সন্যাস, বিন্যাস, অধ্বদর্শক, মীড়, কন্ স্বর—৪০-৪১। গমক ও উহার প্রাচীন প্রকার—৪১। রাগ, রাগ-লক্ষণ, রাগের জাতি (ঔড়ব, ষাড়ব, সম্পূর্ণ), রাগ-ঠাট-এর পার্থক্য—৪২-৪৫। গীতের অবয়ব (স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ)—৪৫। গায়ক-গায়কী, নায়ক-নায়কী, বাণী, কলাবন্ত, পণ্ডিত, কস্‌বী, বাগগেয়কার, অতাঈ, বহলবা, মার্গ-দেশী, আক্ষিপ্তিকা, চলন, মুখচালন, উঠাও, স্থায়—৪৬-৪৭। সন্ধিপ্রকাশ রাগ, পরমেল প্রবেশক রাগ, আলাপ, স্বরবিস্তার, সঙ্গীতে আলাপ তথা স্বরবিস্তারের স্থান বা মহত্ত্ব, বঢ়ত— ৪৮-৫০। তান এবং উহার প্রকার, আলাপ-তান এর পার্থক্য—৫০-৫২। নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ গান, আবির্ভাব-তিরোভাব, অল্পত্ব-বহুত্ব—৫২-৫৫।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ গ্রাম এবং মুর্চ্ছনা— (ষড়জ, গান্ধার, মধ্যম গ্রামের স্বর তথা ২২ শ্রুতিতে ষড়জ মধ্যম গান্ধার গ্রাম-এর স্বর-স্থাপনা)—৫৫-৫৯। আধুনিক, মধ্য ও প্রাচীন মতানুসারে শ্রুতি স্বর (প্রাকৃত-বিকৃত) বিভাজন—৫৯। তারের দৈর্ঘ্যের সহিত আন্দোলন সংখ্যা তথা নাদের উঁচু-নীচু হওয়ার সম্বন্ধ তথা স্বরান্তর, গুণান্তর—৬০-৬২। ধরা যাক্ ষড়জের আন্দোলন সংখ্যা ২০০ তাহা হইলে গান্ধার এবং ধৈবতের আন্দোলন সংখ্যা কত হইবে—৬১। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে স্বর অনুসারে রাগ পরিবেশনের সময় ও রাগের তিনটি বর্গ—৬২-৬৪।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ ১টি ঠাট হইতে ৪৮৪টি রাগের ব্যাখ্যা—৬৪। উত্তর ভারতীয় সপ্তকে ৩২টি ঠাটের রচনা—৬৭। রাগ-রাগিনী বিভক্তিকরণ বা বর্গীকরণ (রাগ-রাগিণী বর্গীকরণ, জাতি গায়ন , গ্রাম রাগ, রত্নাকরের দশবিধি, শুদ্ধ, ছায়ালগ, সঙ্কীর্ণরাগ, মেল রাগ, রাগাঙ্গ, ঠাট রাগ বর্গীকরণ, প্রচলিত ঠাট পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা)—৬৮-৭৩।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র ও উহার প্রকার—৭৩। হারমোনিয়ম, হারমোনিয়মের দোষ-গুণ—৭৫। তানপুরা, তানপুরা সুরে বাঁধার নিয়ম—৭৬। কণ্ঠ সঙ্গীতে তানপুরা তথা হারমোনিয়ম এর মধ্যে কোনটি বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং কেন—৭৮। তবলা-বাঁয়া, সঙ্গীতে তবলা বাঁয়ার স্থান—৭৯। পাখোয়াজ—৮১। শ্রীখোল—৮২। এস্‌রাজ,দিল্‌রুবা, দোতারা—৮৩-৮৪। একতারা—৮৪। সেতার—৮৫। মন্দিরা—৮৭। গীটার—৮৭। বেহালা—৮৮। আনন্দলহরী—৯০।

তন্ত্রবাদ্যের কয়েকটি পরিভাষা ঃ আকর্ষ-অপকর্ষ প্রহার, অনুলগ্ন, তারপরণ, ঝালা, ঘসীট্ বা সুৎ, পুকার, মানঝা, গিটকিরি, মুর্কী, খট্‌কা, তোড়া, আশ, লাগডাঁট, লড়গুথাও, অনুলোম-বিলোম মীড়, জমজমা, জোড়, বাজ, কৃন্তন, গৎ, রজাখানী-মসীদ খানী গৎ, ঠাট, সেতার- সরোদ নেওয়াজ—৯১-৯৪।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ প্রচলিত স্বরলিপি ও উহার প্রকার ঃ স্বরলিপি, দন্ডমাত্রিক স্বরলিপি, আকারমাত্রিক স্বরলিপি, ভাতখণ্ডে স্বরলিপি, বিষ্ণুদিগম্বর স্বরলিপি—৯৪-৯৮। স্বরলিপি এবং উহার প্রয়োজনীয়তা—৯৮। প্রচলিত স্বরলিপির মধ্যে কোনটি আপনার পছন্দ এবং কেন—৯৯।

রাগের শাস্ত্রপরিচয়, আলাপ এবং তান ঃ ঠাটের ভিত্তিতে রাগ বিভক্তি করণ ঃ বিলাবল, আলাহিয়া বিলাবল—১০০-১০২। খাম্বাজ—১০২। ইমন—১০৪। ভূপালী—১০৬। কাফী—১০৮। ভৈরব—১০৯। বেহাগ—১১২।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ রাগের শাস্ত্রপরিচয়, আলাপ এবং তান ঃ দেশ—১১৪। বৃন্দাবনী সারং—১১৫। দূর্গা-১১৭। ভীমপলশ্রী—১১৯। বাগেশ্রী—১২১। আসাবরী—১২৩। ভৈরবী—১২৬।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ঃ রাগের শাস্ত্রপরিচয়, আলাপ এবং তান ঃ কেদার—১২৮। হামীর—১৩০ পটদীপ—১৩২। কালেংড়া—১৩৪। জৌনপুরী—১৩৬। মালকোষ—১৩৯। তিলককামোদ—১৪১। পীলু—১৪৩। তিলং—১৪৫।

নবম পরিচ্ছেদ ঃ রাগের শাস্ত্রপরিচয়, আলাপ এবং তান ঃ শঙ্করা—১৪৭। দেশকার—১৪৯। মারোয়া—১৫২। সোহিনী—১৫৪। পূরিয়া—১৫৬। তোড়ী—১৫৮। মূলতানী—১৬০। পূর্ব্বী—১৬৩। শ্রীরাগ—১৬৫। জয়জয়ন্তী—১৬৭। কামোদ—১৬৯। বাহার—১৭১। বিভাস (ভৈরব, বিলাবল, পূর্ব্বী ও মারোয়া ঠাট)—১৭৩।

দশম পরিচ্ছেদ ঃ রাগের তুলনামূলক আলোচনা বা সমতা-বিভিন্নতা ঃ ইমন-বেহাগ—১৭৭। ভীমপলশ্রী-বাগেশ্রী—১৭৮। বৃন্দাবনীসারং-দেশ, ভৈরব-ভৈরবী—১৭৯। আসাবরী-ভৈরব—১৮০। আসাবরী-বাগেশ্রী—১৮১। দেশ-তিলক কামোদ—১৮২। মালকোষ-বাগেশ্রী—১৮৩। আসাবরী-জৌনপুরী, ভৈরব-কালেংড়া—১৮৪। ভীমপলশ্রী-পটদীপ—১৮৫। জৌনপুরী-কালেংড়া, জৌনপুরী-মালকোষ—১৮৬। মালকোষ-ভৈরবী—১৮৭। হামীর-কেদার—১৮৮। কামোদ-কেদার—১৮৯। হামীর-কামোদ, কাফি-পিলু—১৯০। তিলং-খাম্বাজ—১৯১। দেশকার-ভূপালী, বেহাগ-শঙ্করা—১৯২। বাগেশ্রী-বাহার—১৯৩। ভৈরব-পূর্ব্বী—১৯৪। জয়জয়ন্তী-খাম্বাজ—১৯৫। জয়জয়ন্তী-দেশ, বিভাস-ভৈরব—১৯৬। মারোয়া-পূর্ব্বী—১৯৭। মারোয়া-সোহিনী—১৯৮। পূরিয়া-মারোয়া—১৯৯। পূরিয়া-সোহিনী, টোড়ী-মূলতানী—২০০।

একাদশ পরিচ্ছেদ ঃ গীতশৈলী বা গীতের প্রকার ঃ গীতশৈলী বলিতে কি বোঝায়—২০১। সরগম বা স্বরমালিকা, লক্ষণ গীত, খেয়াল—২০২-২০৩। প্রাচীন কয়েকটি গীতরীতির পরিচয় (শুদ্ধা, ভিন্না, গৌরী, বেসরা, সাধারণী গীতি)—২০৩। ধ্রুপদ (গওহর, ডাগর, খাণ্ডার, নওহর)—২০৪। ধারু ধ্রুপদ, ধামার—২০৫। হোরী, সাদরা, দাদ্‌রা, ঠুংরী—২০৬। টপ্পা—২০৭। তারানা, ত্রিবট, চতুরঙ্গ, রাগমালা—২০৮। ভজন, গীত, গজল—২০৯। লোকসঙ্গীত (ভাটিয়ালী, গম্ভীরা, টুসু, ভাদু, বাউল, ভাওয়াইয়া, কীর্ত্তন, যাত্রা, কবি, লেটো, সারি, ঝুমুর, চট্‌কা, চৈতী, কাজ্‌রী—২১০-২১৩। ধ্রুপদ-ধামার—২১৩। ধ্রুপদ-খেয়াল—২১৪। বড় খেয়াল-ছোট খেয়াল—২১৫।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ঃ বিদগ্ধ সঙ্গীত গুণীদের জীবন চরিত ও গ্রন্থ বিবরণ ঃ বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে—২১৫। পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ রতন ঝংকার—২১৬। বিষ্ণুদিগম্বর পালুস্কর—২১৮। তানসেন—২১৮। আমীর খসরু—২১৯। শারঙ্গদেব ও সঙ্গীত রত্নাকর গ্রন্থের বিবরণ—২২০-২২৫। স্বামী হরিদাস—২৩৬। যদুভট্ট—২৩৭। জ্ঞানদাস—২৩৮। গোবিন্দদাস—২৩৯। রামনিধি গুপ্ত—২৪০। কমলাকান্ত—২৪১। দাশরথি রায়—২৪২। অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—২৪৩। গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়—২৪৪। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী—২৪৫। গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী—২৪৫। পণ্ডিত ব্যাঙ্কটমুখী ও চতুর্দণ্ডী প্রকাশিকা গ্রন্থের বিবরণ—২৪৬। ভরত ও ভরত নাট্যশাস্ত্রের বিবরণ—২৪৭। শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর—২৪৯। মানসিংহ তোমর—২৫০। পণ্ডিত অহোবল ও সঙ্গীত পারিজাত গ্রন্থের বিবরণ—২৫১-২৫৪। মীরা বাঈ—২৫৪। চৈতন্য, কবি বিদ্যাপতি, নানক, তুলসী দাস, সুরদাস, রামপ্রসাদ, বলরাম দাস, রায়শেখর, নরোত্তম দাস, কবীর, ব্রহ্মানন্দ—২৫৬-২৬৫। রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, নজরুল ইসলাম—২৬৫-২৬৯। ওস্তাদ ইনায়েৎ খাঁ, হাফিজ আলি খাঁ, আলাউদ্দীন খাঁ—২৭০-২৭৪।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ঃ সঙ্গীত রচনা বিচিন্তা ঃ স্কুল এবং কলেজের সঙ্গীত শিক্ষাদানের আবশ্যকতা, সিনেমা সঙ্গীতের উপর শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রভাব; শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রচারে রেডিও, দূর-দর্শন ও সিনেমার ভূমিকা—২৭৪-২৭৭। ভাবসঙ্গীত ও শাস্ত্রীয় সঙ্গীত—২৭৭। পৃষ্ঠসঙ্গীত; মানব তথা সমাজ জীবনে সঙ্গীতের প্রয়োজন, ভাব সঙ্গীত, শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, সুগম সঙ্গীত এবং ইহার বৈশিষ্ট্য, ভাব সঙ্গীত ও লঘুসঙ্গীতের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, রাগ প্রধান, রাষ্ট্রসঙ্গীত এবং গণসঙ্গীত, আধুনিক গান, ছড়ার গান, রাগ ও রস, প্রাচীন এবং আধুনিক আলাপ গায়ন ও বিধি, বাণী সন্দর্ভে ভাব ও সুরের স্থান, গায়কের গুণ ও অবগুণ—২৭৮-২৮৫।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ ঃ তাল প্রসঙ্গ এবং জ্ঞাতব্য যাবতীয় পরিভাষা ঃ সঙ্গীতে তাল-তত্ত্ব ও উহার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট (লয়, মধ্য, বিলম্বিত, দ্রুত, মাত্রা, তাল, ছন্দ; লয়, মাত্রা, তাল ও ছন্দের মধ্যে পার্থক্য; সঙ্গীতে লয় তথা তালের মহত্ত্ব; আবর্তন, দ্বিগুণ, তিনগুণ, চৌগুণ, ঠেকা, ঠাহ বা ঠায়; বিভাগ এবং তালে উহার প্রয়োজনীয়তা, সম,তালি বা ভরি, খালি, সঙ্গীতে 'কাল'-এর মাহাত্ম্য, গণিতের সাহায্যে ধ্রুপদ-ধামার গানের লয়কারী করিবার প্রণালী, গণিতের সাহায্যে তালের বিভিন্ন লয়কারী প্রদর্শন (দ্বিগুণ, তিনগুণ, চৌগুণ, আড়, কুয়াড়, বিয়াড়), ত্রিতাল, তিলোয়াড়া, দাদরা, তেওড়া, রূপক, কাহারবা, ঝাঁপতাল, সূলতাল, চৌতাল, একতাল, খেম্‌টা, আড়খেমটা, ধামার, ঝুমরা, দীপচন্দী, আড়াচৌতাল, মত্ততাল—২৮৫-৩২১।

পাঠ্যক্রম ঃ প্রয়াগ সঙ্গীত সমিতি, প্রাচীন কলাকেন্দ্র, বঙ্গীয় সঙ্গীত পরিষদ—৩২১-৩৩২।

পরিশিষ্ট ঃ — পণ্ডিত সোমনাথ—৩৩২, পণ্ডিত রবিশঙ্কর—৩৩৩, পণ্ডিত ভীমসেন যোশী—৩৩৫ পর্য্যন্ত।